ভোরের কাগজ

তারিখ 23 APR 2013

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি

আর একবার প্রমাণ হলো, এটা সব সম্ভবের দেশ। যে মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, সেখানেই বেআইনি কার্যকলাপ চলছে নির্বিবাদে। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কেবল আইন ভঙ্গই করেননি তাদের ইচ্ছামতো আইন তৈরি করে কয়েকজন কর্মকর্তাকে অবৈধভাবে পদোন্নতি দিয়েছেন। এর পিছনে ছিল বিরাট অঙ্কের লেনদেন। বড়ো ধরনের অর্থের বিনিময়ে আবারো কয়েকজন কর্মকর্তাকে অবৈধভাবে পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্তপ্রায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদে মাঠ পর্যায়ের একজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং চারজন পিটিআই সুপারকে ইতিমধ্যে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি নয়, একাধিক আইন ভঙ্গ করেছেন মন্ত্রণালয়ের লোকজন।

পিটিআই সুপার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ দুটি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা Schedule-II ক্যাডারভুক্ত পদ। এই পদে নিয়োগ লাভের জন্য বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় না। এসিসট্যান্ট সুপার এবং এসিসট্যান্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ থেকে প্রমোশনের মাধ্যমে এই পদ পূরণ করা হয়। পিএসসি সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসিসট্যান্ট সুপার ও এসিসট্যান্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের জন্য প্রার্থী বাছাই করে থাকে। অপরদিকে এসিসট্যান্ট ডিরেক্টরের পদটি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা Schedule-I ক্যাডারভুক্ত পদ। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মকর্তাগণই এই পদে পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য।

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের পদ দুটি একইভাবে Schedule-II ক্যাডারভুক্ত পদ। তারা পদোন্নতি পেয়ে জেলা কিংবা আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসার পর্যন্ত হতে পারেন। কিন্তু সহকারী পরিচালক পদে তাদেরকে কখনো পদোন্নতি দেওয়া হয় না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা একটি আইন তৈরি করলেন যে, যেসব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাস করবেন তারা সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি পাবেন। অথচ Schedule-II কর্মকর্তা হিসেবে এদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা নয়। কোনো প্রজ্ঞাপন বা সরকারি আদেশে একথা বলাও হয়নি।

এছাড়া এই পদগুলো বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত পদ হওয়ায় এগুলোর নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ এবং পদোন্নতির এখতিয়ার একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অথচ এই পদোন্নতির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম পরামর্শও নেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত না নিয়েই তড়িঘড়ি পদোন্নতি দেওয়া হয়। এছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কিংবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনারের সঙ্গে কোনোরূপ পরামর্শ করা হয়নি। অপরদিকে নিজস্ব তৈরি এবং আইনের ফলে সিনিয়র কর্মকর্তাগণ বঞ্চিত হয়েছেন। তাদের অনেকেরই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কিংবা সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে। যার ফলে সিনিয়র কর্মকর্তা হয়ে তাদের এখন জুনিয়র কর্মকর্তাদের অধীন কাজ করতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফা এই পদোন্নতি হলে প্রশাসনে আরো নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং সরকার অযথা মামলায় জড়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বিষয়টি সদয় বিবেচনা করে দেখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বঞ্চিত কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।